ইউনিট ৩

শরীআতের উৎস, আল-কুরআনের পরিচয় এবং কতিপয় সূরা ও তার শিক্ষা

ভূমিকা

ইসলামী শরীআত হচ্ছে ইসলামী কর্মনীতি বা জীবন পদ্ধতি। একে মুসলিম জীবনব্যবস্থা বা মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানরা কিভাবে জীবন পথে চলবে, কিভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করবে তারই দিশারী হচ্ছে ইসলামী শরীআত। ইসলামী শরীআত ছাড়া ইসলামী জীবন যাপন করা যায় না। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) মানুষের কল্যাণের জন্য ইসলামের যে বিধি বিধান জারি করেছেন, সেই বিধি-বিধানকেই বলা হয় শরীআত। এতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে যা যা দরকার সব কিছুর ব্যবস্থা রয়েছে এতে যেমন ইবাদতের নিয়ম-কানুন এবং হালাল-হারামের বিধি-নিষেধ আছে। তেমনি আছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। এতে আছে ন্যায়নীতি ভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মোটকথা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাই হচ্ছে ইসলামী শরীআত। ইসলামী শরীআত যেমন পরিপূর্ণ; তেমনি শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। এটা কোন বিশেষ জাতি বা যুগের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলামী শরীআত উদার ও গতিশীল এবং সকল যুগ জিজ্ঞাসার সমাধানে সব সময়ে আধুনিক।

ইসলামী শরীআতের উৎস চারটি। প্রধান ও প্রথম উৎস হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী আল-কুরআন; দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (স) হাদীস। শরীআতের তৃতীয় উৎস হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমূলক সিদ্ধান্ত তথা ইজমা আর চতুর্থ উৎস হচ্ছে কিয়াস বা ইজতিহাদ।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-

পাঠ : ১. শরীআতের উৎসমূহ

পাঠ : ২. শরীআতের প্রধান উৎস কুরআন মাজীদ

পাঠ : ৩. আল কুরআনের অবতরণ

পাঠ : ৪. কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়ন

পাঠ : ৫. সূরা আল-ফাতিহা

পাঠ : ৬. সূরা আদ্-দুহা

পাঠ : ৭. সূরা আল-ইন্‌শিরাহ

পাঠ : ৮. সূরা আত্‌তীন

পাঠ : ৯. সূরা আল-কাদর

পাঠ : ১০. সূরা আল- যিলযাল

পাঠ : ১১. সূরা আল-ইখলাস

পাঠ ১ শরীআতের উৎসসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- শরীআত কাকে বলে বর্ণনা করতে পারবেন
- শরীআতের উৎস কয়টি বলতে পারবেন
- শরীআতের প্রধান উৎস আল-কুরআন সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন
- শরীআতের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- শরীআতের তৃতীয় উৎসের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন
- কিয়াস যে শরীআতের চতুর্থ উৎস তা প্রমান করতে পারবেন।

৩.১.১ শরীআত কাকে বলে

শরীআতের ব্যবহারিক অর্থ হল এমন এক সুদৃঢ় সরল পথ, যে পথে চললে লোকেরা হেদায়াত ও সুষ্ঠু কর্মপথ লাভ করতে পারে। তাই ইসলামী শরীআত হচ্ছে ইসলামী কার্যনীতি বা জীবন পদ্ধতি। একে মুসলিম জীবনব্যবস্থা বা মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং শরীআত বলতে বুঝায়– সেসব আদেশ নিষেধ ও পথনির্দেশ যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি জারি করেছেন। আর তা এই জন্য জারি করেছেন যে, লোকেরা এর উপর ঈমান এনে সে মোতাবেক কাজ করবে এবং জীবন পরিচালনা করবে। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানরা কিভাবে জীবন-পথে চলবে, কিভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করবে তারই দিশারী হচ্ছে ইসলামী শরীআত।

৩.১.২ ইসলামী শরীআত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলামী শরীআত হচ্ছে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, শরীআতদাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এর প্রদর্শক বা রূপকার এবং বাস্তবায়নকারী হলেন হয়রত মুহাম্মদ (স:)। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মানুষের কল্যাণের জন্য যে বিধি-বিধান জারি করেছেন, তাই শরীআত। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পরের জীবনে যা যা দরকার সবকিছুর ব্যবস্থা রয়েছে- ইসলামী শরীআতে। আল্লাহ তাআলা এ শরীআতের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে বলেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা : ৩)

৩.১.৩ ইসলামী শরীআতের বিষয়বস্তু ও পরিধি

ইসলামী শরীআতের বিষয়বস্তু ও পরিধি খুবই ব্যাপক। ইসলামী শরীআত মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তির কথা যেভাবে বলে ঠিক সেভাবে তার নৈতিক চরিত্র গঠনের রীতি-নীতির কথাও বলে। অনুরূপভাবে মানুষের বাস্তব কাজ-কর্ম সম্পর্কিত সব ধরনের আইন ও বিধান এতে রয়েছে। এ জন্যে ইসলামী শরীআতের বিষয়বস্তুকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

ক. আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়ম-বিধান

খ. নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় রীতিনীতি

গ. বাস্তব কাজ কর্ম সংক্রান্ত আইন ও বিধান

আর এই প্রতিটি বিভাগের বহু শাখা-প্রশাখাও রয়েছে।

কাজেই ইসলামী শরীআতের পরিধি শুধু ধর্ম সংক্রান্ত বিধি-বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং মানব জীবন যেমন ব্যাপক-বিস্তৃত- ইসলামী শরীআতের বিষয়বস্তু এবং পরিধিও তেমন ব্যাপক-বিস্তৃত।

৩.১.৪ মানব জীবনে শরীআতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে। এ জন্য তাদের এমন একটি বিধানের দরকার, যা তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকারের সীমা নির্ধারণ করে দেবে। প্রত্যেককে আইনের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রণ করবে। এ ব্যবস্থা না থাকলে মানুষের সামাজিক জীবন অচল হয়ে যাবে। তাই শরীআতের আইন-বিধান ছাড়া মানুষের সামাজিক জীবনযাপন সম্ভবপর হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর নাযিল করা আইন-বিধান তথা শরীআত অগণিত অফুরন্ত নিয়ামতের ন্যায় বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট করুণা। ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধান অখন্ড ও অলঙ্ঘনীয়। এর কিছু অংশ গ্রহণ আর কিছু অংশ বর্জন করা নিষেধ। শরীআতের প্রতিটি বিধি-নিষেধের উপর ঈমান আনা এবং শরীআতের প্রতিটি বিধি নিষেধ পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। শরীআতের কোন বিধানের বিরোধিতা বা লঙ্ঘন করা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– ''যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তাদের শাস্তি হচ্ছে- তাদেরকে হয় হত্যা করা হবে, না হয় শূলে দিয়ে মারা হবে, বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে দেওয়া হবে; কিংবা দেশ থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে; এ হচ্ছে তাদের জন্য দুনিয়ার শাস্তি। আর তাদের জন্য রয়েছে পরকালে নির্ধারিত কঠিন শাস্তি।'' (সূরা মায়িদা : আয়াত- ৩৩)

এ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, শরীআতের বিরোধিতাকারীকে পৃথিবীতেও শাস্তি ভোগ করতে হবে আর পরকালেও।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে ইসলামী শরীআত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা ও তা জীবনে বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য।

৩.১.৫ শরীআতের উৎস

ইসলামী শরীআতের প্রধান উৎস চারটি। যথা-

১. আল-কিতাব বা কুরআন মাজীদ
২. রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ বা আল-হাদীস
৩. মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমূলক সিদ্ধান্ত বা আল-ইজমা
৪. সাদৃশ্যমূলক আইন বা কিয়াস

৩.১.৬ প্রথম উৎস ঃ কুরআন মাজীদ

শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন মাজীদ। কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম বা আল্লাহর কিতাব। কুরআন মাজীদ শরীআতের অকাট্য দলীল। এর উপরই শরীআতের মূল কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। কুরআন মাজীদ জীবনব্যবস্থার সব কিছুর মূলনীতি বলে দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

''আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।'' (সূরা নাহল: আয়াত-৮৯)

কুরআন মাজীদ জীবন বিধানের শুধু মূলনীতি বলে দিয়েছে, যেন তা মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যাপকতর আইনের উৎস হতে পারে। সর্বকালে সর্বদেশে এবং সব রকমের সমাজ ও পরিবেশেই যেন তা প্রযোজ্য হতে পারে। এ জন্যই কুরআনের আইন গতিশীল ও শাশ্বত। আল্লাহ তায়ালা বলেন– ''কুরআন মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক, সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী দলিল''। (সূরা বাকারা : আয়াত- ১৮৫)

আল-কুরআনে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলে অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।

৩.১.৭ দ্বিতীয় উৎস ঃ রাসূল (স)-এর সুন্নাহ

ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে রাসূল্লাহর সুন্নাহ। ইসলামের মূলনীতিগুলো কুরআনে খুব সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (স:)-এর সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা কুরআন মাজীদের সব সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা দানের দায়িত্ব ছিল মহানবী (স:) এর উপর। এ কারণে কুরআন হল মূল আর সুন্নাহ তার ব্যাখ্যা। যেমন আল্লাহ বলেন–

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: "আর আপনার কাছে কুরআন পাঠিয়েছি যাতে আপনি মানব জাতির কাছে ঐসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করতে পারে।" (সূরা নাহল: আয়াত- ৪৪)

রাসূল্লাহ (স:) এর হাদীস যে শরীআতের উৎস এ কথা আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেছেন–

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"রাসূল তোমাদের জন্য যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।" (সূরা আল-হাশর: আয়াত-৭)

মহানবী (স:) স্বয়ং বিদায় হজ্জ-এর ভাষণে ঘোষণা করেছেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ

"আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি; এ দুটো আকড়ে থাকা অবস্থায় তোমরা কখনও পথ ভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে- আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নত"। (মিশকাত)

৩.১.৮ তৃতীয় উৎস : আল-ইজমা

শরীআতের তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা বা উম্মতের ঐক্যমূলক সিদ্ধান্ত। রাসূল (স)-এর পর কোন এক যুগের মুসলিম উম্মাহর সকল শ্রেষ্ঠ আলেম একত্র ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে যে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীআতের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকেই বলা হয় ইজমা।

কোন বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলে তার উপর আমল করা ফরয। আর তার বিরোধিতা করা চরম অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন– "যে কেউ রাসূলের বিরোধিতা করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনগণের পথের বিরুদ্ধে বলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।" (সূরা নিসা: আয়াত- ১১৫)

মহানবী (স:) বলেন– 'মুসলমান যা ভাল বলে গ্রহণ করে তা আল্লাহর কাছেও ভাল, আর মুসলমানগণ যেটিকে মন্দ বলে চিহ্নিত করে তা আল্লাহ নিকটও মন্দ।" (কিতাবুস-সুন্নাহ)

৩.১.৯ চতুর্থ উৎস : কিয়াস

শরীআতের চতুর্থ উৎস হচ্ছে কিয়াস। মানব জীবন গতিশীল। তাই মানব সমাজে নিত্য-নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজমার মধ্যে যদি এর সমাধান খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন কিয়াসের আলোকে তার সমাধান করতে হবে। কিয়াস হতে হবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মূলনীতির অনুরূপ। কেননা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার বিধানের অনুরূপ কোন আইন-বিধান অনুরূপ কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগকে কিয়াস বলে। ইজতিহাদের মাধ্যমে কিয়াস করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা:) এর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। মহানবী (স:) বলেন, "আল্লাহর কিতাবে যদি না পাও? তিনি উত্তরে বলেন, "তা হলে নবীর সুন্নাহর অনুসারে"। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, "যদি তাতেও না

পাও?" তিনি জবাবে বলেন, তা হলে আমার বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেব।" (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)।

মহানবী (স:) এতে খুশী হলেন। কাজেই বুঝা গেল কিয়াসও শরীআতের অন্যতম উৎস।

সারকথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। শরীআত হচ্ছে ইসলামী আইন-কানুনের ব্যবহারিক শাস্ত্র। মানব জীবন যেমন গতিশীল, ইসলামী শরীআতও তেমনি গতিশীল, উদার ও শাশ্বত। সকল যুগ ও সকল পরিবেশের মানুষের জন্য ইসলামী শরীআত প্রযোজ্য। এটা কখনও সেকেলে নয়। ইসলামী শরীআত অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। ইসলামী শরীআতের মূল উৎস চারটি। তার মধ্যে কুরআন মাজীদ প্রথম ও প্রধান। সুন্নাহ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং কুরআন মাজীদের বাস্তব রূপ। তাই দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স:) এর সুন্নাহ বা হাদীস। এ দুটোই মূল উৎস। এর থেকে আরও দুটো উৎস উৎসারিত, তা- হল মুসলিম উম্মাহর ইজমা এবং কিয়াস। এগুলোতে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন–

(ক) ইসলামী শরীআত হচ্ছে ..... বা জীবন পদ্ধতি। একে মুসলিম জীবনব্যবস্থা বা .... শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে।

খ) ইসলামী শরীআত হচ্ছে মানুষের .....। শরীআতদাতা হলেন স্বয়ং .....। এর প্রদর্শক বা রূপকার ও বাস্তবায়নকারী হলেন ....।

২. এক কথায় উত্তর দিন:

ক) শরীআতের ব্যবহারিক অর্থ কী?

খ) পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানরা কিভাবে জীবন পথে চলবে, কিভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করবে, তারই দিশারী কি?

গ) ইসলামী শরীআতের পরিধি কি শুধু ধর্ম সংক্রান্ত বিধি নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

ঘ) শরীআতের কোন বিধানের বিরোধিতা বা লঙ্ঘন করা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কি?

ঙ) ইসলামী শরীআতের প্রধান উৎস চারটি কি কি?

৩. মিল করুন :

পাশের থেকে উপযুক্ত শব্দ এনে মিল করুন–

ক) শরীআতের প্রদর্শক হলেন	আল্লাহ তাআলা
খ) শরীআত কে বলা হয়	রাসূলুল্লাহ (স:)
গ) শরীআতদাতা হলেন	অলঙ্ঘনীয়
ঘ) শরীআতের বিধি-বিধান	কুরআন মাজীদ
ঙ) শরীআতের অকাট্য দলীল	মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র

৪. সত্য এবং মিথ্যা নির্ণয় করুন–

ক) শরীআতের প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে কিয়াস

খ) শরীআতের তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা।

গ) কোন বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলে তার উপর আমল করা ফরয।

ঘ) কুরআন, সুন্নাহ, ইজমার মধ্যে যদি এর সমাধান খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন নিজের মতামতে আমল করতে হবে।

৫। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ইসলাম একটি-

ক) পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান
খ) সেকেলে ধর্ম ব্যবস্থা
গ) ব্যবহারিক শাস্ত্র
ঘ) মুসলিম জীবন পদ্ধতি

২। কিয়াস হতে হবে-

ক) কুরআন মোতাবেক
খ) হাদীসের অনুরূপ
গ) ইজমার মত
ঘ) কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মূলনীতির অনুরূপ।

৬. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) শরীআত কাকে বলে?
খ) ''ইসলামী শরীআত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা'' ব্যাখ্যা করুন।
গ) ইসলামী শরীআতের বিষয়বস্তু ও পরিধি বর্ণনা করুন।
ঘ) ইসলামী শরীআতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।
ঙ) ইসলামী শরীআতের চারটি উৎসের উল্লেখ করুন।
চ) শরীআতের প্রথম উৎস কি? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবরণ দিন।
ছ) শরীআতের দ্বিতীয় উৎস সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
জ) শরীআতের তৃতীয় উৎস কি?
ঝ) কিয়াস কাকে বলে? সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

৭. অনুশীলনী : (Exercise)

প্রশ্নঃ ইসলামী শরীআতের চারটি উৎসের বিবরণ দিনঃ

উত্তর : সংকেত উল্লেখ করা হল

ক. ভূমিকা

.....
.....
.....
.....
.....

খ. ইসলামী শরীআতের চারটি উৎস-

.....
.....
.....
.....
.....

গ. বিবরণ

১. প্রথম উৎস : কিতাবুল্লাহ

.....
.....
.....
.....
.....

২. দ্বিতীয় উৎস: হাদীস

.....
.....
.....
.....
.....

৩. তৃতীয় উৎস : ইজমা

.....
.....
.....
.....
.....

৪. চতুর্থ উৎস: কিয়াস

.....
.....
.....
.....
.....

৫. উপসংহার :

.....
.....
.....
.....
.....

পাঠ ২

শরীআতের প্রধান উৎস কুরআন মাজীদ

قُرْأَنٌ مَجِيْدٌ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- কুরআন মাজীদের পরিচয় বলতে পারবেন
- কুরআন মাজীদের আরও কিছু নাম উল্লেখ করতে পারবেন
- কুরআন মাজীদের আলোচ্য বিষয় কি তা বলতে পারবেন
- কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

৩.২.১ পরিচয়

মানবজাতির মুক্তির দিশা ও পথনির্দেশের জন্য আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন। আল্লাহ তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে ফেরেশতাকুল শিরোমণি হযরত জিব্রাঈল (আ:) এর মারফতে দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী কুরআন মাজীদ হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর কাছে নাযিল করেছেন। এর শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম সবকিছু আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট থেকে অবতীর্ণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"প্রত্যেক রাসূলকেই তার জাতির ভাষাভাষি করে পাঠিয়েছি যাতে তাদেরকে ভালভাবে বোঝাতে পারেন।" (সূরা ইবরাহীম: আয়াত- ৪)

তিনি আরো বলেন-

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"নিশ্চয়ই কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা ইউসূফ: ২)

এ মূল আরবি ভাষার গ্রন্থই কুরআন নামে পরিচিত। এর অনুবাদ কুরআন নয় বরং কুরআনের অনুবাদ বলতে হবে। আসল কুরআন আল্লাহর কালাম। আর তা নাযিল হয়েছিল মানব জাতির হেদায়াতের জন্য এর বিষয়বস্তু মানুষ। তাই মানুষের মুক্তির জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

৩.২.২ আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতি; কেননা মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় কুরআনেই তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হলো, মানব জাতিকে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন করা। যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং আখিরাতে শান্তি ও সুখময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

কুরআনের প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"এই সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথনির্দেশ। (সূরা বাকারা: আয়াত- ২)

আরও বর্ণিত হয়েছে–

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا

"সমগ্র মানব জাতির জন্য আমি এ কুরআনে নানা উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু তারা অনেকেই এ সত্য প্রত্যাখান করেছে।" (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত- ৮৯)

মানব জাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করাই হলো পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই মানব জীবনের সকল দিক নিয়েই কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। মানব জাতির দুনিয়াতে চলার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবকিছুর আলোচনা কুরআনে এসেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ

"আর এ কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থে যা কিছু আছে তার সত্যায়ন করে এবং সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেয়"। (সূরা ইউনুস: আয়াত- ৩৭)

মানুষের ব্যক্তি জীবনে ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, যুদ্ধ-শান্তি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে আছে। মূলত এসব আলোচ্য বিষয় কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত।

৩.২.৩ কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য অনুগ্রহ হচ্ছে কুরআন। যুগে যুগে মানব জাতিকে হেদায়াতের জন্য যে সব আসমানী কিতাব বা ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ।

সামগ্রিক কল্যাণের ধারক-বাহক

কুরআন মাজীদ বিশ্বমানবের ইহকাল ও পরকালের সামগ্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহক। স্থান, কাল ও জাতিভেদে কুরআন মাজীদ মানব সমাজের জন্য একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (Code of life) রূপে বিরাজমান। ইসলামী শরীআতের উৎস হিসেবে কুরআন সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ভিত্তি।

কুরআনে হাকীম এক বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ। এটা বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বহু তথ্য ও রহস্যের উৎস এবং এক মহাজ্ঞানভান্ডার। এ গ্রন্থে যে সব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব এবং আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় এবং সৃষ্টিলোক সম্বন্ধে জ্ঞান পরিবেশন করছে তা অন্য কোন গ্রন্থে নেই।

পবিত্র কুরআনে দেওয়ানী, ফৌজদারী আইনসহ যুদ্ধ, বিবাহ, উত্তরাধিকার তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য এক সুষম ও সর্বজনীন আইন ব্যবস্থা উপস্থাপিত হয়েছে।

বিশুদ্ধ ও নির্ভুল গ্রন্থ

কুরআনে পরিবেশিত সকল কথা, তথ্য ও বিষয় অত্যন্ত নির্ভুল ও বিশুদ্ধ। আর এ গ্রন্থ যাবতীয় বিকৃতি, ভুল-ত্রুটি, পরিবর্তন, সংযোজন, পরিবর্ধন ইত্যাদির অভিশাপ থেকে চিরমুক্ত ও চির পবিত্র।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"এ সেই কিতাব, যায় কোন সন্দেহ নেই।"

ভাষা ও মান

আল-কুরআনের সাবলীল ভাষা, অত্যুচ্চভাব, অলংকার, উপমা, ছন্দ-মুর্ছনা, রচনা-শৈলী, গ্রন্থনা, বিন্যাস, ব্যঞ্জনা, শাব্দিক দ্যোতনা সব কিছু ঘিরে এক অতুলনীয়-চির শাশ্বত ও সর্বশ্রেষ্ঠত্বের গুণমানে চির অধিষ্ঠিত গ্রন্থ।

কুরআন মাজীদ সংক্ষিপ্ত হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তু ব্যাপক সুগভীর। কুরআনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নিযুত কোটি সাগরের বিশালতা। এর বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় বিশ্ব মনীষীগণ বিস্ময়াভিভূত।

৩.২.৪ আল-কুরআনের নামকরণ

কুরআন অর্থ "পঠিত পৃথিবীর সকল ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলে একে কুরআন বলা হয়।" অপর একটি মতে, কুরআন 'কারউন' ধাতু হতে এসেছে, যার অর্থ একত্র করা বা জমা করা। কুরআন মাজীদে তার পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারবস্তু এবং পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে বলেই তাকে কুরআন বলা হয়। আর এ কারণে একে আল-হাকীমও বলা হয়। এ মহাগ্রন্থের আরও অনেক নাম রয়েছে। যথা–

১. আল-ফুরকান اَلْفُرْقَانُ (পার্থক্যকারী):

ফুরকান শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পার্থক্য ও প্রভেদকারী'। কুরআন মাজীদ হক ও বাতিলের, কুফর, শিরক এবং তাওহীদের মধ্যে পার্থক্যসৃষ্টিকারী অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনাকারী হচ্ছে এই কুরআন। এ কারণে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়।

২. আল-কিতাব اَلْكِتَابُ (মহাগ্রন্থ) :

কিতাব অর্থ সন্নিবেশিত। কুরআনে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে বলে একে আল-কিতাব বা মহাগ্রন্থ বলা হয়।

৩. আল-যিক্‌র اَلذِّكْرُ (স্মারক) :

যিকর অর্থ স্মারক। এ গ্রন্থে বিভিন্ন উপদেশ এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে বলে একে যিক্‌র বলা হয়।

৪. আত-তানযীল اَلتَّنْزِيْلُ (অবতরণকৃত) :

এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর তরফ থেকে মানজাতির সত্য পথের দিশারীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই একে তানযীল বলা হয়।

৫. আল-কালাম اَلْكَلَامُ (বাণী) :

কালাম শব্দের অর্থ প্রভাবিত করা, আকৃষ্ট করা বাণী। কুরআন, শ্রবণকারীর হৃদয়-মনকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করে বলে একে আল-কালাম বলা হয়।

৬. আন-নূর اَلنُّوْرُ (জ্যোতি-আলোকবর্তিকা) :

কুরআনের একটি নাম হল নূর বা আলোকবর্তিকা। আলো যেমন অন্ধকার দূরীভূত করে দেয় তেমনি কুরআনের মাধ্যমে হালাল-হারামের রহস্য উদ্ভাসিত হয়, তাই একে নূর বলা হয়।

৭. আশ-শিফা اَلشِّفَاءُ (প্রতিষেধক) :

এ জন্য এ নাম রাখা হয়েছে যে, মানবাত্মার বিভিন্ন রোগ যেমন কুফর, শিরক, নিফাক, মূর্খতা এমনকি দৈহিক অলসতার রোগও এর দ্বারা সারানো যায়। তাই কুরআনকে শিফা বলা হয়েছে।

৮. আল-হিকমাহ اَلْحِكْمَةُ (বিজ্ঞানময়তা) :

আল-কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। অথবা তা পুরোটাই হিকমতে পূর্ণ। তাই একে হিকমাহ বলা হয়।

৯. সিরাতুল মুস্‌তাকীম صِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ (সরল পথ) :

কুরআনকে অনুসরণ করলে সরল ও সহজভাবে জান্নাতে পৌঁছা যায়। এ কারণে একে জান্নাতের সরল পথ বলা হয়েছে।

১০. আল-মাসানী اَلْمَثَانِيْ (পুনরাবৃত্তি) :

এ নামকরণের এক কারণ হচ্ছে- প্রাচীন মানবজাতির কাহিনী পুনঃপুন এতে বর্ণিত হয়েছে। অপর এক কারণ হচ্ছে- এ গ্রন্থে ঘটনা এবং উপদেশকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এ নামের কারণ হচ্ছে কুরআন দু'বার নাযিল হয়েছে। একবার অর্থসহ, দ্বিতীয়বার অর্থ ও শব্দসহ। যেমন আল্লার বাণী–

اِنَّ هٰذَا لَفِيْ الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

"নিশ্চয়ই এটা প্রাচীন মাসহাফে ছিল"। (সূরা আ'লা : আয়াত ১৮)

সারকথা

কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী। মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি আরবি ভাষায় নাযিল হয়। কুরআনের ভাষা সহজ, সরল ও অনুপম। কুরআন অর্থ পঠিত। পৃথিবীর সকল ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে এটি সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। সকল আসমানী কিতাবের সারবস্তু এবং পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট। কুরআন ছাড়াও এর আরও অনেক নাম রয়েছে যেমন- ফুরকান, আল-কিতাব, আত-তানযীল, আন-নূর, আশ্-শিফা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) আল্লাহ তাআলা ..... মাধ্যমে ফেরেশতাকূল শিরোমণি হযরত ..... (আঃ) এর মারফতে দীর্ঘ .....বছর ব্যাপী কুরআন মাজীদ হযরত ..... (সঃ) এর কাছে নাযিল করেছেন।

খ) এর শব্দ, ভাষা, অর্থ এবং মর্ম সবকিছু ..... এবং তাঁরই নিকট থেকে .....। এর ভাষা .....।

গ) এ মূল আরবি ভাষার গ্রন্থই ..... নামে পরিচিত। এর .... কুরআন নয়, বরং কুরআনের ..... বলতে হবে।

ঘ) আসল কুরআন ..... কালাম।

ঙ) আর তা নাযিল হয়েছিল ..... জাতির হিদায়াতের জন্য। এর বিষয়বস্তু .....। মানুষের মুক্তির জন্যই ..... অবতীর্ণ হয়েছে।

২. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন–

ক) পবিত্র আল-কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল মানব জাতি।

খ) কুরআন শুধু মুসলিম জাতির ধর্মগ্রন্থ।

গ) কুরআনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩. মিল করুন

আল কুরআন	বিজ্ঞানময়তা
আল ফুরকান	স্মারক
আল-নূর	প্রতিষেধক
আল-শিফা	সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী
আল-হিকমত	আলোকবর্তিকা

৪. এক কথায় উত্তর দিন

ক) পবিত্র কুরআন কত বছর ব্যাপী কার মাধ্যমে কার উপর অবতীর্ণ হয়?
খ) পবিত্র কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় কি?
গ) স্থান কাল ও জাতিভেদে কুরআন মাজীদ মানব সমাজের জন্য কিরূপে বিরাজমান?
ঘ) আল কুরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলা হয় কেন?
ঙ) কুরআন মাজীদকে 'ফুরকান' বলা হয় কেন?
চ) কুরআনকে 'আশ-শিফা' বলার কারণ কি?
ছ) কুরআনকে 'আল-হিকমা' নামকরণের হেতু কি?

৫. সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) আল-কুরআন অর্থ-
(১) প্রভেদকারী (২) স্মারক (৩) পঠিত (৪) সরল পথ
খ) 'আল-কালাম' অর্থ কি?
(১) বাণী (২) স্মারক (৩) পবিত্রতা (৪) বিজ্ঞান
গ) কুরআনের মূল বিষয়বস্তু কি?
(১) হেদায়াত (২) মানুষ (৩) জিন (৪) রাজনীতি

৬. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক) আল-কুরআনের পরিচয় দিন।
খ) কুরআন মাজীদকে 'কুরআন' নামকরণ করা হয়েছে কেন?
গ) কুরআনকে 'ফুরকান' বলার তাৎপর্য লিখুন।
ঘ) 'আাল-মাসানী' অর্থ কি? কুরআনকে কেন আল-মাসানী বলা হয়?
ঙ) কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লিখুন।
চ) কুরআন মাজীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
ছ) আল-কুরআনের কয়েকটি নাম অর্থসহ লিখুন।

৭. অনুশীলনী : (Exercise)

প্রশ্নঃ আল-কুরআনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবরণ দিন।

উত্তর : সংকেত উল্লেখ করা হল–

ক. ভূমিকাঃ

....
....
....
....

খ. পরিচয়ঃ

....
....
....
....

গ. আলোচ্য বিষয়ঃ

....
....
....
....

ঘ. বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

....
....
....
....

ঙ. উপসংহার ;

....
....
....
....
....

পাঠ ৩ আল-কুরআনের অবতরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- আল-কুরআন নাযিলের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন
- কার মাধ্যমে কার উপর এই কুরআন নাযিল হয় তার বিবরণ দিতে পারবেন
- আল-কুরআন কোথায়, কিভাবে অবতীর্ণ হয়, বর্ণনা করতে পারবেন
- কুরআন মাজীদ খন্ডাকারে কেন নাযিল হয়েছে, তা উল্লেখ করতে পারবেন
- কুরআন নাযিলের সমাপ্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৩.৩.১ আল-কুরআনের অবতরণ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিলের পূর্বে তা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۙ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

"বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন। সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (সূরা বুরূজ:২২)

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۙ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ

"নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।" (সূরা ওয়াকিয়া:৭৯)

কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী জানা যায় যে, কুরআন মাজীদ হযরত জীব্রাঈল (আ:) এর মাধ্যমে মহানবী (স:) এর উপর অবতীর্ণ হত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ

"আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। জিবরাঈল তা নিয়ে অবতীর্ণ হতেন।"(সূরা-আরা:১৯২-৯৩)

আল্লাহ আরো বলেন- "রুহুল কুদুস তথা পবিত্র আত্মা ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ:) হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রভু হতে সঠিকভাবে এটা আনয়ন করেছেন।" (১৬:১০২)

প্রথমে সম্পূর্ণ কুরআন বায়তুল ইয্যাতে নাযিল হয়

প্রথম পর্যায়ে লাওহে মাহফুজ থেকে মহানবীর উপর সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ একই সাথে নাযিল হয়নি। এই কুরআন রমযান মাসের কদর রজনীতে পৃথিবী সংলগ্ন আসমানে "বায়তুল ইয্যাতে তথা 'বায়তুল মা'মুরে' প্রথম অবতীর্ণ হয়। এই মর্মে আল্লাহ বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

"রমযান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়।" (সূরা বাকারা-১৮৫)

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে কদর রজনীতে নাযিল করেছি"। (সূরা কদর:১)

মহানবীর এক হাদীস থেকেও একথার প্রমাণ মেলে। তিনি বলেন- ''লাওহে মাহফুজ হতে কুরআন মাজীদ প্রথমে পৃথিবীর আকাশে বায়তুল ইয্যাতে রাখা হয়। অতপর জিব্রাঈল (আ:) ক্রমশ তা আমার প্রতি নাযিল করতে থাকেন।''

(বায়হাকী ও নাসাঈ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন–

أُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ

''কদর রাতে সম্পূর্ণ কুরআন পৃথিবীর আকাশে এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়।''

বাইতুল ইয্যাত থেকে মহানবী (স:) এর কাছে

অতপর প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে বায়তুল ইয্যাত হতে ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ:) এর মারফত প্রকাশ্য অহীযোগে মহানবী (স:) এর প্রতি দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়। নবীর জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানব জাতির প্রয়োজনের তাকিদে অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত ও সূরা পর্যায়ক্রমিকভাবে অবতীর্ণ হয়। অন্যান্য আসমানী কিতাবের মত এক সঙ্গে সম্পূর্ণ নাযিল না হওয়ার তাৎপর্যও রয়েছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন-

كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا

''আমি কুরআনকে এভাবে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি, তোমার হৃদয়কে উহা দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।'' (সূরা ফুরকান : আয়াত-৩২)

প্রথম নাযিলকৃত আয়াত ও স্থান

সর্বপ্রথম ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে নবী করীম (স:) এর ৪০ বছর বয়সে 'জাবালুন নূর' বা হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ) আগমন করেন এবং এ সময় তাঁর উপর সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আয়াত পাঁচটি হল-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ----------

''পড়ে, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন-
সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত-পিন্ড থেকে মানব।
পড়ো, আর তোমার প্রভু মহামহিমান্বিত,
যিনি কলমের সাহায্যে করেছেন শিক্ষা দান।
মানুষকে তিনি শিক্ষাদান করেছেন তা, জানত না সে যা।'' (সূরা আলাক : আয়াত ১-৫)

কুরআন নাযিলের বিরতিকাল

তারপর প্রায় ৩ বছর পর্যন্ত কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ থাকে। এ সময়কে ''ফাতরাতুল ওহী'' বলা হয়। এ সময়ে হযরত ইসরাফীল (আ:) এর মাধ্যমে নবী করীম (স:) এর উপর সাধারণ নির্দেশনামূলক ওহী নাযিল হয়েছিল। তবে সেটা কুরআন ছিল না।

কুরআন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে খন্ডাকারে নাযিল হয়

কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ খন্ডাকারে নাযিল হতে থাকে। কখনো ৩-৫ আয়াত, কখনো ১টি সূরার অংশ বিশেষ এবং কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়। এভাবে অবস্থা, প্রয়োজন ও বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবী (স:) এর ২৩ বছর নবুয়াতি জীবনে কুরআন অবতীর্ণ হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

অর্থ- "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা ক্রমশ অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত ১০৬)।

কুরআন ছোট ছোট অংশে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ, মক্কায় অমুসলিমদের বিরোধিতার প্রেক্ষিতে এবং মদীনায় সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুসারে তা খন্ডাকারে অবতীর্ণ হয়েছিল।

কুরআন নাযিলের সমাপ্তি

কুরআন ধারাবাহিকভাবে ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়েছিল। প্রথম দিকে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ, পরকালের নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ক সূরা অবতীর্ণ হয়। অবশেষে হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরাগুলোতে সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন কানুন ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছিল। অবশেষে একাদশ হিজরীর শেষ লগ্নে বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে সূরা মায়িদার এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানের পরিপূর্ণতা দান করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবনব্যবস্থারূপে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা:আয়াত-৩)

সারকথা

ইসলাম পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ার কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কুরআন খন্ডাকারে সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা, ঐশীবাণী কুরআনকে আয়ত্ত করা, বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের জবাব, উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা, কুরআনের প্রতিটি নির্দেশের উপর আমল করার সুবিধার্থে এবং সর্বোপরি কুরআনের যথাযথ মর্ম অনুধাবন করার লক্ষ্যে কুরআনকে খন্ডাকারে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তা সাথে সাথে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে রূপ দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন–

ক) হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রতি কুরআন নাযিলের পূর্বে তা .... সুরক্ষিত ছিল।
খ) রমযান মাসের ..... রজনীতে পৃথিবীতে কুরআন নাযিল হয়।
গ) সূরা আলাকের .... আয়াত অবতীর্ণ হয়।
ঘ) কুরআন ধারাবাহিকভাবে ..... বছর ধরে নাযিল হয়েছিল।

২. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন:

ক) কুরআন মাজীদ হযরত জিব্রাঈল (আ:) এর মাধ্যমে মহানবী (স:) এর উপর অবতীর্ণ করা হত।
খ) কুরআন মাজীদের প্রথম পাঁচ আয়াত সওর গিরি গুহায় নাযিল হয়েছিল।
গ) অন্যান্য আসমানী কিতাবের মত কুরআনের সমস্ত আয়াত এক সঙ্গে নাযিল হয়েছিল।
ঘ) কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে খন্ডাকারে নাযিল হয়েছিল।
ঙ) কুরআন মাজীদ রাসূলুল্লাহ (স:) এর নিজের রচনা।

৩. এক কথায় উত্তর দিন:

ক) হযরত মুহাম্মদ (স:) এর প্রতি কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোথায় সংরক্ষিত ছিল?
খ) প্রথমে সম্পূর্ণ কুরআন কোথায় নাযিল হয়েছিল?
গ) কুরআন কি এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল?

ঘ) সর্বপ্রথম কোথায় কোন্ সূরার কত আয়াত নাযিল হয়েছিল?
ঙ) কুরআন নাযিলের বিরতিকাল কত বছর ছিল এবং একে কি বলা হয়?
চ) বিদায় হজ্জ কত হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়?
ছ) বিদায় হজ্জে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়েছিল?
জ) কুরআন মাজীদ খন্ডাকারে পর্যায়ক্রমিকভাবে নাযিল হয়েছিল কেন?

৪. বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

ক) কুরআন মাজীদ ধারাবাহিকভাবে কত বছরে অবতীর্ণ হয়েছিল?
(১) ৪০ বছর (২) ২০ বছর (৩) ২৩ বছর (৪) ২৫ বছর

খ) সর্বপ্রথম কত খ্রিস্টাব্দে কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়?
১) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ২) ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ৩) ৬২০ খ্রিস্টাব্দে ৪) ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে

গ) কোন ফেরেশতার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর উপর নাযিল করা হত?
১) হযরত আজরাঈল (আ:) ২) হযরত মিকাঈল (আ:)
৩) হযরত ইসরাফিল (আ:) ৪) হযরত জিব্রাইল (আ:)

৫. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

ক) কোন্ ফেরেশতার মাধ্যমে কোথা থেকে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হত?
খ) প্রথমে সম্পূর্ণ কুরআন এক সঙ্গে কোথায় নাযিল হয়েছিল? প্রমাণসহ লিখুন।
গ) মহানবী (স:) এর কাছে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল ? সংক্ষেপে লিখুন।
ঘ) প্রথম কোথায়, কখন, কোন সূরার কত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল? লিখুন।
ঙ) কুরআন কেন খন্ডাকারে নাযিল হয়েছিল? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৬. অনুশীলনী : (Exercise)

প্রশ্নঃ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির বিবরণ দিন।

উত্তর:

(ক) ভূমিকা :

....
....
....
....
....

খ) নাযিলের পূর্বের অবস্থা:

....
....
....
....
....

গ) প্রথমে নাযিল হয় প্রথম আসমানে:

....
....
....
....
....

ঘ) মহানবী (স:) এর প্রতি নাযিল হওয়ার পদ্ধতি:

....
....
....
....
....

ঙ) প্রথম নাযিলকৃত আয়াত ও স্থান:

....
....
....
....
....

চ) নাযিলের সমাপ্তি

....
....
....
....
....

ছ) উপসংহার:

....
....
....
....
....

কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- কুরআন কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তার বিবরণ দিতে পারবেন
- মহানবী (স:) এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের অবলম্বিত পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- পরবর্তী যুগে কুরআন সংরক্ষণে অনুসৃত নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন
- কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন
- একই পঠনরীতিতে কুরআন গ্রন্থায়নে হযরত উসমানের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৩.৪.১ আল-কুরআনের সংরক্ষণ

বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য দান হচ্ছে পবিত্র আল-কুরআন। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর হিফাযতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"কুরআন আমি নাযিল করেছি আর এর হিফাযত আমিই করব।" - (সূরা হিজর : ৯)

অপর পক্ষে মহানবী (স:)এর আমলে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এবং পরবর্তী সকল যুগেই এর সংরক্ষণের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে আসছে। আর তাই আল-কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সংরক্ষিত অবস্থায় আছে।

৩.৪.২ কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি

কুরআন মাজীদ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়।

১. স্মৃতি ভান্ডারে ঃ

অন্য আসমানী গ্রন্থাবলির তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর হিফাযত ও সংরক্ষণের জন্য কলম ও কাগজের তুলনায় স্মৃতিভান্ডার তথা হাফিযদের স্মরণ শক্তির উপর অধিক নির্ভর করা হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে এ মর্মে বলা হয়েছে-

وَمُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ

"আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাকে পানিও মুছে ফেলতে পারবে না।" (সহীহ মুসলিম)

২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে:

কুরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্তেই ওহী লেখক দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হতো। এ ধারা পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধকরণ ও মুদ্রণের মাধ্যমে কুরআন অবিকল লিপিবদ্ধ আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে।

৩.৪.৩ কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের তিনটি পর্যায় দেখা যায়–

প্রথম পর্যায় মহানবী (স:) এর যুগ: মহানবী (স:) এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহ ছিল–

কুরআন কণ্ঠস্থকরণ :

কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (স:) কণ্ঠস্থ করে নিতেন এবং তা জিব্রাঈল (আ:) কে হুবহু পড়ে শুনাতেন। সাথে সাথে সাহাবীদেরকেও কণ্ঠস্থ করে স্মৃতি ভান্ডারে সঞ্চিত করে রাখার নির্দেশ দিতেন।

পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ :

অধিকতর সতর্কতার জন্য মহানবী (স:) প্রতি বছর রমযান মাসে জিব্রাঈলের (আ:) সাথে 'কুরআনের দাওর' তথা পারস্পরিক পঠন-পাঠনও শ্রবণ করতেন। তেমনিভাবে তিনি সাহাবীদেরকে শুনাতেন আর সাহাবাগণও তাঁকে শুনাতেন।

ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাদান ঃ

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কুরআন মুখস্থ করা, স্মরণ রাখা এবং শিক্ষাদানের অদম্য আগ্রহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। কুরআনকে স্বীয় স্মৃতির মনিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত হাজার হাজার সাহাবী সকল মগ্নতা ত্যাগ করে এ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। নিয়মিত রাত জেগে তারা নফল নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা-

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ

"রজনীভর তারা আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে থাকে।" (আলে-ইমরান: আয়াত ১১৩)।"

মহানবী (স:)-এর জীবদ্দশায়ই মদীনায় নয়টি মসজিদ কায়েম হয়েছিল এবং সেগুলোতে কুরআন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া বহু সাহাবীও মানুষকে কুরআন শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক মহিলা বিয়ের মোহরানা স্বরূপ স্বামীর নিকট কুরআন শিক্ষা গ্রহণের দাবি জানাতেন। বস্তুত এভাবে পারস্পরিক ব্যাপক চর্চা, তা'লিম ও শিক্ষাদানের বিপুল আগ্রহ ও তৎপরতার দ্বারা কুরআনের বাণী ছিল সকলের মুখে মুখে।

কুরআনের বাস্তব আমল :

মহানবী (স:) স্বয়ং নিজে এবং সাহাবীগণ সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের মর্ম ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী আমল ও বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার আন্তরিক চেষ্টা করতেন।

কুরআন লিখন:

মহানবী (স:) এর যুগেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সুচারুরূপে "ওহী লিখন দফতর" এর মাধ্যমে কুরআনের লিখন কার্যটি সম্পন্ন হয়, তবে এ সময় পূর্ণ কুরআন একই নুসখা বা পান্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

মহানবী (স) এর যুগে কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল প্রধানত গাছের বাকল, হাড়, চামড়া, শ্বেত পাথর, কাপড়, মিশরীয় ফৌম বস্ত্র, তখনকার মতো আবিষ্কৃত এক প্রকার কাগজ।

কুরআনের সুবিন্যস্ততা :

যদিও কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয় এবং তা বিভিন্নভাবে লিখিত হয়, তবুও তা ছিল সুবিন্যস্ত, সূরার নামকরণ, তারতীব, কোন আয়াত কোন্ সূরার কোথায় তা সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক সুবিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

৩.৪.৪ দ্বিতীয় পর্যায় ঃ প্রথম খলীফার যুগ

মহানবী (স:) এর তিরোধানের পর ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা:) এর খিলাফত আমলে ইসলাম বিরোধী চক্র ও ভন্ড নবীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে বিশেষত মুসায়লামা বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে হাফিযগণ শাহাদাতবরণ করতে থাকলে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তদুপরি কুরআনের অংশ বিশেষ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে দূরদর্শী হযরত উমর (রা:) খলীফা হযরত আবু বকর (রা:)-এর সামনে কুরআন সংগ্রহ করে একত্রে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। হযরত আবু বকর (রা:) তখন বললেন, "হে উমর! আপনি এমন কাজ কি করে সম্পাদন করবেন, যা রাসুলুল্লাহ (স:) করেননি?" উমর (রা:) তখন বললেন, আল্লাহর শপথ! এতে কল্যাণ রয়েছে। পরিশেষে আবু বকর (রা:) ওহী লেখক যায়দ ইবনে সাবিতকে এ গুরুদায়িত্ব প্রদান করেন। যায়দ (রা:) তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন করলেন। এরপর কুরআনের সমস্ত হাফিয কর্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়ার পর তা সুবিন্যস্ত কিতাব রূপে গৃহীত ও প্রচারিত হয়।

৩.৪.৫ তৃতীয় পর্যায় ঃ কুরআনের নির্ভুল-বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা:) এর খিলাফতকালে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিস্তার লাভ করে। চতুর্দিকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী লোক ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। স্বভাবতই অনারব লোকেরা কুরায়শদের ভঙ্গিতে আরবির বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে পারতো না। ফলে আঞ্চলিক উচ্চারণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে পার্থক্য দেখা যায়। বিশিষ্ট সাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামন (রা:) বিষয়টি সর্বপ্রথম আরমেনিয়ার যুদ্ধের সময় অবলোকন করে আতংকিত হন, অতঃপর তা খলীফার গোচরীভূত করান।

খলীফা উসমান (রা:) ব্যাপারটির গুরুত্ব অনুধাবন করে অবিলম্বে নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী যাঁরা মহানবী (স:) এবং প্রথম খলীফার সময়ে কুরআন সংকলনের সদস্য ছিলেন তাঁদের সমন্বয়ে যায়দ ইবনে সাবিতের নেতৃত্বে একটি বোর্ড-সংস্থা গঠন করেন।

একই পঠনরীতির পান্ডুলিপি প্রস্তুত

এ সংস্থা মূল পান্ডুলিপির অনুকরণে ও একই পঠনরীতিতে কুরআনের মাসহাফ তৈরি করেন। আর তার অনুলিপি সাম্রাজ্যের গভর্নরদের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং সে অনুসারেই কুরআন পঠনের নির্দেশ জারি করা হয়। অধিকতর সাবধানতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শুদ্ধ-অশুদ্ধ, আঞ্চলিক উচ্চারণ সম্বলিত কুরআনের সমস্ত অংশ-যার কাছে যা ছিল তা তলব করে নেয়া হয়। সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। এভাবে রাসূল (স:) এর ইন্তেকালের ১৫ বছর পর হযরত উসমান (রা:) এর খিলাফতকালে অনুমোদিত কুরআনের অসংখ্য কপি নব বিজিত রাজ্যসমূহে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হতে থাকে।

হযরত উসমান (রা:) জামিউল কুরআনঃ

এভাবেই কুরআন মাজীদ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা:) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২৪ হিজরীতে সংকলিত হয়। তার এ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুসলিম উম্মাহ তাঁকে 'কুরআন সংকলনকারী' () উপাধিতে বিভূষিত করেন।

খলীফা উসমান (রা:) এর এ মহৎ কাজটি সমগ্র উম্মাহ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা দান করেছেন। আমাদের নিকট যে কুরআন মাজীদ বর্তমান, তা ওটারই অবিকল অনুলিপি। এভাবেই আল্লাহ কুরআন চির অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করলেন।

কুরআন সম্পর্কে তাই শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই উপসংহারে আসতে বাধ্য হয়েছে যে, তা রাসূল (স:) এর প্রতি যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, অবিকল তাই রয়েছে এবং চিরদিন তাই থাকবে। এতে কোন কিছু সংযোজন-বিয়োজন হয়নি এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এর ইতিহাস সূর্য রশ্মির ন্যায় ভাস্বর।

সারকথা

বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য অবদান হচ্ছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর হেফাজতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরপক্ষে মহানবী (স:)-এর আমলে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) ও তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা:) এর শাসন আমলে কুরআনের সংকলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। কুরআনের এ সংকলনে মহানবী (স:) কর্তৃক সাজানো আয়াত ও সূরাসমূহের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। বর্তমানে কুরআন মাজীদের সূরাগুলো ঠিক ঐভাবেই সজ্জিত আছে, যেভাবে 'লাওহে মাহফুজে', কুরআন সংরক্ষিত আছে। কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলন মহানবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে চলে আসছে। তাই কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সংরক্ষিত আসমানী গ্রন্থ।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন ঃ এক কথায়উত্তর দিন-

১. বিশ্বমানতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কি?

২. কুরআনের মূল হিফাযতকারী কে?

৩. কুরআনের হিফাযতের বিষয়ে আল্লাহর ঘোষণা কী?

৪. কুরআনের হিফাযতের ব্যাপারে অধিক নির্ভর করা হয়েছে কিসের উপর?

৫. মহানবী (স)-এর যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কুরআনের লিখন কার্য সম্পাদন হয়েছে কী?

৬. মহানবী (স)-এর যুগের কুরআন লিখনের উপকরণগুলোর নাম লিখুন।

৭. কোন যুদ্ধে বহু কুরআনের হাফিয সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন?

৮. কুরআনের একই পঠনরীতির পান্ডুলিপি প্রস্তুত করেন কে?

৯. কোন্ সাহাবীর নেতৃত্বে কুরআনের সংকলনের কাজ সম্পাদিত হয়?

১০. 'জামিউল কুরআন' কে?

সূরা আল-ফাতিহা سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ [মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সূরা ফাতিহার প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন
- সূরাটির আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করতে পারবেন
- সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান বলতে পারবেন
- সূরাটির শানে নুযুল বর্ণনা করতে পারবেন
- এ সূরার নামকরণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- এ সূরার আরও কয়েকটি নাম উল্লেখ করতে পারবেন
- এ সূরার গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন
- এ সূরাটির অনুবাদ করতে পারবেন।

৩.৫.১ শব্দের অর্থ

আরবি	উচ্চারণ	শব্দার্থ
اَلْحَمْدُ	(আল্‌হাম্‌দু)	-সকল প্রশংসা।
لِلّٰهِ	(লিল্লাহি)	আল্লাহর জন্য।
رَبِّ	(রাব্বুন্‌)	-রব, পালনকর্তা।
الْعَالَمِيْنَ	(আল-আলামীন)	- সকল সৃষ্টি জগত।
اَلرَّحْمٰنِ	(আর রহমান)	- মেহেরবান।
اَلرَّحِيْمِ	(আর-রাহীম)	- পরম দয়ালু।
مَالِكِ	(মালিকুন)	-মালিক।
يَوْمِ الدِّيْنِ	(ইয়াওমিদ্দীন)	-বিচার দিবস।
اِيَّاكَ	(ইয়য়াকা)	-একমাত্র আপনার জন্য।
نَعْبُدُ	(না'বুদু)	-আমরা ইবাদত করি।
وَ	(ওয়া)	-এবং
نَسْتَعِيْنُ	(নাছতাঈ'নু)	-আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।
اِهْدِ	(ইহ্‌দি)	- আপনি পথ দেখান।
نَا	(না)	-আমাদেরকে।

আরবি	উচ্চারণ	শব্দার্থ
اَلصِّرَاطَ	(আছ-ছিরাতু)	-পথ।
اَلْمُسْتَقِيْمَ	(আল্-মুছতাকীমু)	- সরল পথ।
اَلَّذِيْنَ	(আল্লাযীনা)	-যাদেরকে।
اَنْعَمْتَ	(আন্-আম্তা)	-আপনি নেয়ামত দান করেছেন।
عَلَيْهِمْ	(আলাইহিম)	-তাদের উপর
غَيْرِ	(গাইর)	-ব্যতীত
اَلْمَغْضُوْبِ	(আল-মাগদূবি)	-যারা অভিশপ্ত
وَلَا	(ওয়া লা)	-না।
اَلضَّالِّيْنَ	(দ্বল্লীন)	-যারা পথহারা।

৩.৫.২ অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম।

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-	১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা
২. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-	২. যিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু।
৩. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-	৩. যিনি বিচার দিনের মালিক।
٤. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-	৪. আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করছি।
٥. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-	৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখান।
٦. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-	৬. সে সকল লোকদের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন।
٧. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ-	৭. ওদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।
(اَمِيْنَ)	কবুল করুন

৩.৫.৩ নামকরণ

সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা কুরআন মাজীদ শুরু করা হয়েছে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'আল-ফাতিহা'। অন্য কথায় ফাতিহাতুল কিতাব বা কিতাবের ভূমিকা। যে কথা অধিক গুরুত্ব রাখে তা প্রথমেই স্থান পায়, এটাই নিয়ম। এটি কুরআনের সব সূরার চেয়ে অধিক গুরুত্বের অধিকারী তাই প্রথমে স্থান লাভ করেছে।

৩.৫.৪ শানে-নুযূল

মহানবী (স:) নবুওয়াতের প্রথম দিকে যখন খোলা মাঠে চলাফেরা করতেন তখন অদৃশ্য হতে 'ইয়া মুহাম্মদ' আওয়াজ শুনতেন। উপরের দিকে তাকালে তিনি আসমান ও যমিনের মাঝখানে একটি আসনে আলোকময় এক ব্যক্তিকে বসা অবস্থায় দেখতে পেতেন। তিনি ঘটনাটি বিবি খাদীজাকে জানালেন। বিবি খাদীজা তাঁকে ওরাকা বিন নওফলের কাছে নিয়ে যান। ওরাকা ছিলেন তাওরাত, যাবূর এবং ইঞ্জিল কিতাবের পন্ডিত। তিনি নবীজির সব কথা শুনে বললেন, কুদ্দুসুন কুদ্দুসুন- এতো সে নামুস যে মূসা (আ) এর কাছে আগমন করত। এরপর তিনি নবীজিকে তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণের পরামর্শ দেন। তাঁর উপদেশানুযায়ী নবীজি একদিন মাঠ অতিক্রম কালে সেই একই আহ্বান শুনতে পেয়ে লাব্বায়ক বলে সাড়া দেন। তখন জিব্রাঈল (আ) এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

৩.৫.৫ এ সূরার আরও কয়েকটি নাম

আল-ফাতিহা নাম ছাড়াও এ সূরার আরও কতকগুলো নাম রয়েছে-

১. উম্মুল কুরআন বা কুরআনের জননী।
২. আল-কাফিয়া বা স্বয়ং সম্পূর্ণ
৩. আল-কান্য বা সম্পদ ভান্ডার।
৪. আসাসুল কুরআন বা কুরআনের ভিত্তি।
৫. সুরাতুশ-শিফা বা রোগ মুক্তির সূরা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) সূরা আল-ফাতিহা নাযিল হয়েছে-
(খ) ..... শব্দের অর্থ .....
(গ) ..... দ্বারা কুরআন মাজীদ শুরু করা হয়েছে,
(ঘ) মহানবী অদৃশ্য হতে ..... আওয়াজ শুনতে পেতেন
(ঙ) উম্মুল কুরআন অর্থ .....।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সূরা আল-ফাতিহার নামকরণ কী? (৩.৫.৩)
২. সূরা আল-ফাতিহার শানে-নুযূল লিখুন (৩.৫.৪)
৩. সূরা আল-ফাতিহার কয়েকটি নাম লিখুন (৩.৫.৫)।

পাঠ ৬ সূরা আদ্‌দোহা [سُوْرَةُ الضُّحٰى] [মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- এ সূরার প্রতিটি শব্দের অর্থ শিখতে পারবেন।
- সূরাটির আয়াত সংখ্যা বলতে পারবেন।
- সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- এ সূরাটির শানে-নুযূল বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ সূরাটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।
- সূরার শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৩.৬.১ শব্দার্থ

আরবি	উচ্চারণ	শব্দার্থ
وَالضُّحٰى	(অদ-দুহা)	পূর্বাহ্ন, দিবসের প্রথম ভাগ।
وَ	(ওয়া)	এবং।
لَيْلٍ	(লাইলুন)	রাত।
اِذَا	(ইজা)	যখন।
مَا وَدَّعَ	(মা ওয়াদ্দা'আ)	তিনি পরিত্যাগ করেন নি।
كَ	(কা)	আপনাকে।
رَبُّ	(রাব্বুন)	প্রতিপালক।
وَمَا قَلٰى	(ওয়ামা ক্বালা)	এবং অসন্তুষ্ট হননি।
لَ	(লা)	অবশ্যই।
اٰخِرَةٌ	(আখিরাতুন)	পরকাল।
خَيْرٌ	(খাইরুন)	উত্তম।
لَكَ	(লাকা)	আপনাকে
مِنَ	(মিন)	থেকে।
الْاُوْلٰى	(আল-উলা)	প্রথম, ইহকাল।
سَوْفَ	(সাউফা)	অতি শীঘ্র।
يُعْطِيْكَ	(ইউতিকা)	আপনাকে দান করবেন
تَرْضٰى	(তারদা)	আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
اَلَمْ يَجِدْكَ	(আলাম্ ইয়াজিদকা)	তিনি কি আপনাকে পাননি?
يَتِيْمًا	(ইয়াতীমান)	অনাথ, আশ্রয়হীন অবস্থায়।
ضَالًّا	(দল্লান)	পথহারা।

আরবি	উচ্চারণ	শব্দার্থ
هَدَى	(হাদা)	পথ প্রদর্শন করেছেন।
سَائِلاً	(ছা-য়িলান)	প্রার্থনাকারী।
فَاٰوٰى	(ফা আওয়া)	তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।
وَجَدَ	(ওয়াজাদা)	পেয়েছেন।
كَ	(কা)	আপনাকে
لَاتَقْهَرْ	(লা তাক্বহার)	কঠোর হবেন না।
اَغْنٰى	(আগনা)	অভাবমুক্ত করেছেন।
عَائِلاً	(আ-য়িলান)	অভাবগ্রস্ত।
لَاتَنْهَرْ	(লা তানহার)	ধমক দিবেন না।
حَدِّثْ	(হাদ্‌দিছ)	আপনি প্রচার করুন।

৩.৬.২ : অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

وَالضُّحٰى ﴿١﴾
وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾
اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾
وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾
وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾
فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾
وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

১. পূর্বাহ্নের শপথ।
২. আর রাতের শপথ, যখন অন্ধকারে ভরে যায়।
৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং আপনার উপর অসন্তুষ্টও হননি।
৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা অত্যন্ত কল্যাণকর।
৫. অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এরূপ সম্পদ দান করবেন, যাতে আপনি খুশি হবেন।
৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেননি?
৭. তিনি আপনাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত অবস্থায় পেয়ে পথপ্রদর্শন করেছেন।
৮. তিনি আপনাকে অভাবী অবস্থায় পেয়ে অভাব মুক্ত করেছেন।
৯. অতএব কোন ইয়াতীমের প্রতি আপনি কঠোর হবেন না।
১০. আর কোন অভাবীকে ধমক দেবেন না।
১১. আর আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করুন।

৩.৬.৩ শানে-নুযূল

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, একবার নবী করিম (স:) একটি আঙ্গুলে আঘাত পেয়েছিলেন। ফলে তিনি দু'তিন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারেননি। আর এ সময় ঘটনাক্রমে দু'তিন দিন ওহী নাযিলও বন্ধ ছিল। এতে কাফির মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদ (স:) কে তাঁর আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। নবীজি তাদের এসব কথায় মর্মাহত হন। আর তখনই নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে সূরা আদ্‌দোহা নাযিল হয়।

অপরাপর বর্ণনায় দেখা যায় যে, আবু লাহাবের স্ত্রী দুরাচার উম্মে জামীল রাসূলল্লাহ (স) এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়, "মুহাম্মদের (স:) কাছে যে শয়তান (নাউজুবিল্লাহ) আসতো; সে তাকে ত্যাগ করেছে। পাপীদের এ গুজবের প্রতিবাদ স্বরূপ সূরা আদ-দোহা নাযিল হয়।

৩.৬.৪ মূল কথা

মহানবী (স:) এর প্রতি আল্লাহর বিশেষ দানের কথা এ সূরায় ব্যক্ত করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর অতীত দিনের চেয়ে ভবিষ্যৎ অতি উত্তম এবং তিনি আল্লাহর নেয়ামত লাভে ধন্য হবেন।

৩.৬.৫ সূরা আদ্-দোহার শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা শিক্ষা পাই-

১. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরিত্যাগ করেন না-

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কখনও বর্জন করেন না। বিপদ যতই কঠিন হোক তিনি তাঁর বান্দাদের বিপদের অবসান ঘটাবেন। ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে নবী মুহাম্মদ (স:) কে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা ছিল মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার।

২. দান করতে হবে অভাবীকে-

ধনী ব্যক্তিদেরকে গরীব-দুঃখীর কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যথিত মানবতার কল্যাণে কাজ করতে হবে। নচেৎ সম্পদের শোকরিয়া আদায় হবে না।

৩. দরিদ্র-নিঃস্বকে অবহেলা করা যাবে না-

ভিক্ষুকদের তিরস্কার না করে যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে। কারণ, আল্লাহ ধনীদের সম্পদে ভিক্ষুকদের অংশ রেখেছেন। যাকাত, সাদকা, দান-খয়রাত প্রভৃতি দ্বারা ধনী-গরীবদের পার্থক্য লোপ পায়।

৪. ইয়াতীমদের সাহায্য করতে হবে-

ইয়াতীম ও দুঃখী মানুষের অভাব-অনটন মোচন করা সামর্থ্যবান লোকদের দায়িত্ব।

৫. নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে হবে-

ধন-দৌলত আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহর দেওয়া এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। তাহলে, আল্লাহ নিয়ামত বৃদ্ধি করে দিবেন।

৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-

জ্ঞান-বিজ্ঞানও আল্লাহর দান। নিরক্ষরতা ও মূর্খতা জাতির অভিশাপ। এ মূর্খতা ও নিরক্ষরতা দূর করতে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকদের এগিয়ে আসতে হবে।

৭. সত্যের সন্ধানে এগিয়ে আসতে হবে–

নিজে সত্যের পথে চলতে হবে। ভ্রান্ত পথের মানুষকে সত্যের সন্ধান দান করতে হবে।

ঘুমন্ত মানবতাকে জাগ্রত করার জন্য মহান আল্লাহ এ সূরায় আহ্বান জানিয়েছেন। আরো আহ্বান জানিয়েছেন বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করার জন্য, মজলুম মানবতার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. সূরা আদ্‌দোহা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল?
   (ক) মদীনায় (খ) মক্কায়
   (গ) উভয় স্থানে (ঘ) অন্য কোথাও

২. মহানবী (সঃ) কিসে আঘাত পেয়েছিলেন?
   (ক) হাতে (খ) পায়ে
   (গ) মাথায় (ঘ) আঙ্গুলে

৩. উম্মে জামীল কার স্ত্রী?
   (ক) আবু জাহলের (খ) আবু সালেমের
   (গ) আবু লাহাবের (ঘ) আবু শামার

৪. মহানবী (সঃ) কেন মনে কষ্ট পেলেন?
   (ক) ঠাট্টা বিদ্রূপের কারণে (খ) উম্মে জামীলের কথায়,
   (গ) সাহাবীদের কথায় (ঘ) আল্লাহ নবীজীকে ত্যাগ করায়

৫. আল্লাহ কাকে অভাবমুক্ত করেছেন বলে সূরা আদ্‌দোহায় উল্লেখ আছে?
   (ক) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে (খ) হযরত আলী (রাঃ) কে
   (গ) হযরত বিলাল (রাঃ) কে (ঘ) মহানবী (সঃ) কে

৬. 'আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করুন'-এ কথা কাকে বলা হয়েছে?
   (ক) মহানবী (সঃ) কে (খ) বিবি খাদীজা (রাঃ) কে
   (গ) হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে (ঘ) হযরত উমর (রাঃ) কে।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. সূরা আদ্-দোহার শানে-নুযূল কি? (৩.৬.৩)
২. সূরা আদ্-দোহার শিক্ষা কী? (৩.৬.৫)
৩. সূরা আদ্-দোহার অনুবাদ করুন। (৩.৬.২)

পাঠ ৭ সূরা আল-ইনশিরাহ سُوْرَةُ الْإِنْشِرَاحِ [মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৮]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সূরার প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- এ সূরাটির শানে-নুযূল বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূরাটির শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সূরাটির মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূরাটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।

৩.৭.১ শব্দার্থ

আরবি	উচ্চারণ	শব্দার্থ
اَلَمْ نَشْرَحْ	(আলাম নাশরাহ)	আমি কি প্রশস্ত বা উন্মুক্ত করিনি।
لَكَ	(লাকা)	আপনার জন্য।
صَدْرَكَ	(সাদরুন)	বক্ষ
كَ	(কা)	আপনার
وَضَعْنَا	(ওয়াদানা)	আমি অপসারণ করেছি।
عَنْكَ	(আনকা)	আপনার থেকে।
وِزْرَكَ	(বিযরা)	বোঝা।
اَلَّذِىْ	(আল্লাযী)	যা।
اَنْقَضَ	(আনক্বাদ্বা)	ভেঙ্গে দিয়েছে, নুইয়ে দিয়েছে।
ظَهْرَكَ	(যাহরাকা)	আপনার পৃষ্ঠদেশ।
رَفَعْنَا	(রাফা'না)	উচ্চ করেছি।
ذِكْرَكَ	(যিকরাকা)	আপনার খ্যাতি, আলোচনা।
اِنَّ	(ইন্না)	নিশ্চয়।
عُسْرًا	(উসরান)	কষ্ট, বিপদ।
يُسْرًا	(ইউসরান)	স্বস্তি, শান্তি।
فَرَغْتَ	(ফারাগ্‌তা)	আপনি অবকাশ পান।
فَانْصَبْ	(ফানসাব)	পরিশ্রম করুন, আত্মনিয়োগ করুন।
اِلٰى	(ইলা)	দিকে।
فَارْغَبْ	(ফারগাব)	অনন্তর মনোনিবেশ করুন।
مَعَ	(মা'আ)	সাথে।
رَبِّكَ	(রাব্বুকা)	আপনার প্রভু।

৩.৭.২ অনুবাদ

আরবী

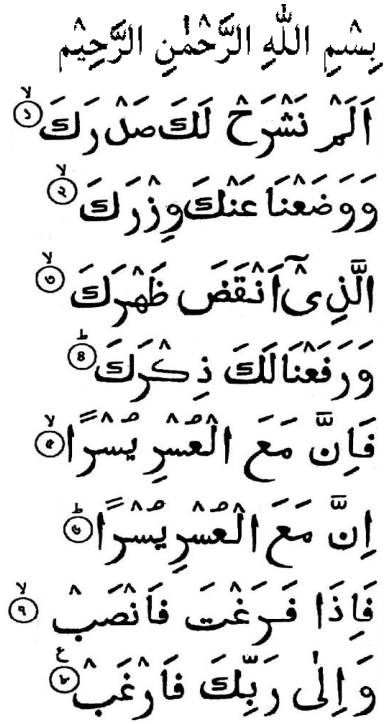

দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আমি কি আপনার কল্যাণে আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি?

২. এবং আপনার থেকে বোঝা অপসারণ করেছি,

৩. যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক।

৪. এবং আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথে শান্তি রয়েছে।

৬. অবশ্য কষ্টের সাথেই আছে শান্তি।

৭. অতএব, আপনি যখনই অবসর পান তখনই ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন

৮. এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।

৩.৭.৩ শানে-নুযূল

নবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কার লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (স:)কে সম্মান করত। তাকে আল-আমীন বলে ডাকত। শ্রদ্ধার সাথে তাঁর কথা শুনত। কিন্তু ইসলামের প্রচারের কাজ শুরু করার পর মক্কাবাসীরা তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে। মক্কার কাফির মুশরিকরা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়। তাঁকে নিঃস্ব বলে উপহাস করতে থাকে। তাদের অত্যাচারে মহানবী (স:) হতাশ হয়ে পড়েন। এ সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাযিল করেন।

৩.৭.৪ সূরার বিষয়বস্তু

রাসূল (স:) কে সান্ত্বনাদানই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। নবুওয়াতের পূর্বে রাসূল (স:) তাঁর দেশবাসীর নিকট চোখের মণি ছিলেন। নবুওয়াত লাভের পর তারা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর মর্যাদা আরো অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

৩.৭.৫ এ সূরার শিক্ষা

এ সূরা আমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করে-

১. কেউ সত্য ও ন্যায় বুঝার জন্য আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলে আল্লাহ তার অন্তরকে খুলে দেন।

২. কেউ বিদ্যার্জনের চেষ্টা করলে তার জন্য জ্ঞানের দ্বার খুলে যায়।

৩. সমাজের আজকতা ও পাপ পঙ্কিলতা বিবেকবান ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়।

৪. জীবনের প্রতিটি সময় অতি মূল্যবান।

৫. ঝামেলা ও ব্যস্ততা শেষ হলে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৭

নৈর্ব্যাক্তিক উত্তর প্রশ্ন

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. সূরা আল-ইনশিরাহ-এর আয়াত সংখ্যা কতটি?
(ক) ৮টি (খ) ৬টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

২. এ সূরাটি কোথায় নাযিল হয়েছে?
(ক) মক্কায় (খ) মদিনায় (গ) ইরানে (ঘ) ইরাকে

৩. এ সূরার মূল বিষয় বস্তু কী?
(ক) রাসূলকে ধমক দেওয়া (খ) রাসূলকে সান্ত্বনা প্রদান
(গ) রাসূলকে সাহায্য দান (ঘ) রাসূলকে নিরাশ করা।

৪. নবুওয়তের পূর্বে লোকেরা রাসূলকে কী বলে ডাকত?
(ক) আল-আমীন (খ) নবী (গ) রাসূল (ঘ) নেতা

খ. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুণঃ

(ক) ইন্‌শিরাহ শব্দের অর্থ .....
(খ) রাসূলকে ..... এর সূরার মূল বিষয়বস্তু।
(গ) নবুওয়্যাত লাভের পূর্বে মক্কার লোকেরা মুহাম্মদ (সঃ) কে ..... করতো।
(ঘ) জীবনের প্রতিটি সময় .....।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. এ সূরার শানে-নুযূল লিখুন। (৩.৭.৩)
২. এ সূরার মূল বিষয়বস্তু কী? (৩.৭.৪)
৩. সূরা আল-ইনশিরাহ-এর শিক্ষা লিখুন। (৩.৭.৫)
৪. এ সূরাটি অনুবাদ করুন। (৩.৭.২)

পাঠ ৮ সূরা আত্তীন سُوْرَةُ التِّيْنِ [মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত সংখ্যা-৮]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- এ সূরার প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- এ সূরার নামকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- এ সূরার শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ সূরার শানে নুযূল বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ সূরাটির অনুবাদ করতে পারবেন।

৩.৮.১ ঃ শব্দের অর্থ

আরবি	উচ্চারণ	শব্দার্থ
اَلتِّيْنُ	(আত্তীন)	আঞ্জীর বা ডুমুর জাতীয় ফুল।
اَلزَّيْتُوْنُ	(আয্যাইতুন)	যায়তুন, জলপাই জাতীয় ফল।
طُوْرِ	(তুরুন)	তুর পাহাড়।
سِيْنِيْنَ	(সীনীন)	সিনাই পর্বত।
اَلْاِنْسَانَ	(আল-ইনসানু)	মানুষ জাতি।
تَقْوِيْمٍ	(তাক্বীমুন)	আকৃতি, গঠন।
ثُمَّ	(ছুম্মা)	পুনরায়, অনন্তর
هُ	(হু)	তাকে।
رَدَدْنَاهُ	(রাদাদনাহু)	আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি।
اَسْفَلَ	(আসফালা)	সর্বনিম্ন।
اَلَّذِيْنَ	(আল্লাযীন)	যারা।
اٰمَنُوْا	(আ মানু)	ঈমান এনেছে।
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	(ওয়া আমিলুস্ সালিহাতি)	এবং সৎকর্ম করেছে।
لَهُمْ	(লাহুম)	তাদের জন্য।
اَجْرٌ	(আজরুন)	পুরস্কার, প্রতিদান।
غَيْرُ مَمْنُوْنٍ	(গাইরু মামনুন)	অশেষ, অবারিত।
مَا يُكَذِّبُكَ	(মা ইউকায্যিবুকা)	কিসে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে?
اَلدِّيْنِ	(আদ্দীনু)	কিয়ামত দিবস, প্রতিফল দিবস।
اِلَّا	(ইল্লা)	তবে, ব্যতীত।
اَحْكَمُ	(আহকাম)	শ্রেষ্ঠ বিচারক।
اَلْحَاكِمِيْنَ	(আল-হাকিমীন)	বিচারকগণ।

৩.৮.২ অনুবাদ

আরবী

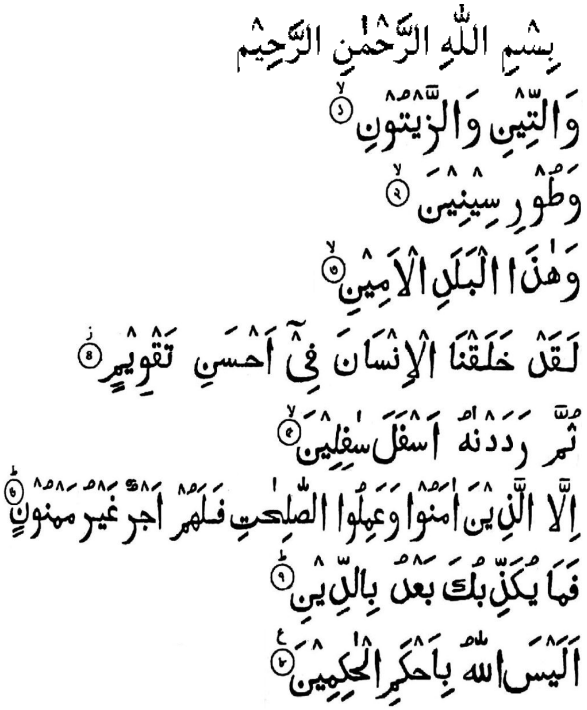

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. শপথ আঞ্জীর ও যায়তুনের।

২. আরও শপথ সিনাই পর্বতের।

৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা নগরের)

৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।

৫. এরপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি নিচু থেকে নিচুস্তরে।

৬. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার।

৭. অনন্তর (হে কাফির) এরূপ অবস্থায় প্রতিফল দিবস সম্পর্কে কিসে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে?

৮. আল্লাহ কি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

৩.৮.৩ সূরাটি নাযিলের সময়

সূরার বর্ণনা ভংগীতে এ কথা বুঝা যায়- সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩.৮.৪ সূরার শানে-নুযূল

সূরায় মহান আল্লাহ ইসলাম, ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ও প্রবর্তকত্রয়ের ধর্ম, সাধনা ও কর্ম জীবনের বিকাশ ক্ষেত্রগুলোর শপথ করে মানবজাতির উৎপত্তি ও পরিণতির বিষয় বর্ণনা করেছেন।

৩.৮.৫ সূরার মূল কথা

এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা দুটি পবিত্র স্থান এবং দুটি বস্তুর শপথ করেছেন। আল্লাহ মানব জাতিকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। তার মাঝে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার শক্তি রয়েছে। মন্দ ও খারাপ কাজ করলে জাহান্নামী হবে এবং ভাল কাজ করলে বেহেশতে যাবে, আর এর জন্য আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে ন্যায় বিচারের আসন গ্রহণ করবেন।

৩.৮.৬ সূরা আত্তীনের শিক্ষা

এ সূরার শিক্ষা হচ্ছে- মানব জীবনের সফলতা, ব্যর্থতার মাপকাঠি হচ্ছে সৎকর্ম ও সজ্জীবন গ্রহণ। কর্মের উপর ভিত্তি করেই আখিরাত জীবনের পুরস্কার ও শাস্তি আর পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি অনিবার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৮

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

(ক) এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

(খ) এ সূরায় আল্লাহ চারটি বিষয়ের শপথ করেছেন।

(গ) মানুষের মধ্যে শুধু ভাল কাজে শক্তি রয়েছে।

(ঘ) কিয়ামত দিবসে ন্যায় বিচারক হবেন আল্লাহ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

(ক) সূরা আত্তীনের মূলকথা ও শিক্ষা বর্ণনা করুন। (৩.৮, ৫ ও ৩.৮.৬)

(খ) এ সূরার শানে-নুযূল বর্ণনা করুন (৩.৮.৬)

(গ) সূরা আত্তীন নাযিলের সময়-কাল লিখুন।

(ঘ) সূরাটির অনুবাদ করুন। (৩.৮.২)

পাঠ ৯ সূরা আল-কদর سُوْرَةُ الْقَدْرِ [মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সূরা আল-কদরের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- সূরাটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।
- এ সূরার শানে-নুযূল বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোন রাত হাজার মাস থেকে উত্তম তা বলতে পারবেন।
- কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কারা বহু বছর ইবাদত করার সুযোগ পেত, তা বলতে পারবেন।
- এ সূরার শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান বলতে পারবেন।

৩.৯.১ শব্দের অর্থ

আরবি	উচ্চারণ	শব্দার্থ
اِنَّا	(ইন্না)	নিশ্চয় আমি।
اَنْزَلْنَاهُ	(আনজালনাহু)	এটি আমি নাযিল করেছি।
لَيْلَةٌ	(লাইলাতুন)	রজনী।
اَلْقَدْرُ	(আল-কাদর)	মর্যাদা, মহান।
وَمَا اَدْرٰكَ	(ওয়ামা আদ্‌রাকা)	আপনি জানেন।
مَا	(মা)	কি।
خَيْرٌ	(খায়রুন)	সর্বোত্তম।
اَلْفٌ	(আলফুন)	সহস্র।
شَهْرٌ	(শাহরুন)	মাস।
تَنَزَّلُ	(তানায্‌যালু)	অবতরণ করে।
مَلٰئِكَةٌ	(মালাইকাতুন)	ফেরেশতা।
رُوْحٌ	(রুহন)	জিব্‌রাঈল ফেরেশতার উপাধি।
بِاِذْنِ	(বিইযনি)	আদেশক্রমে।
كُلِّ	(কুল্লুন)	সকল।
اَمْرٍ	(আমরুন)	ঘটনা।
سَلَامٌ	(ছালামুন)	শান্তি, মঙ্গল।
هِيَ	(হিয়া)	তা।
حَتّٰى	(হাত্তা)	পর্যন্ত।
مَطْلَعِ	(মাতলাউন)	উদয়।
اَلْفَجْرُ	(আল-ফাজর)	ভোর, প্রভাত।

৩.৯.২ অনুবাদ

আরবি

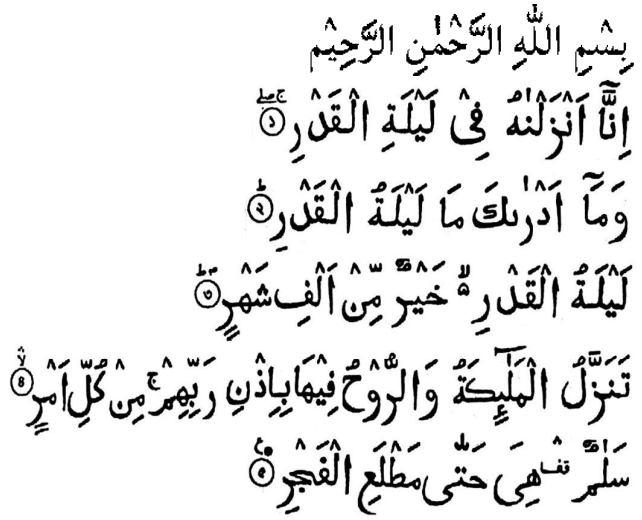

দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. নিশ্চয় আমি একে (কুরআনকে) নাযিল করেছি কদরের রাতে।

২. আর আপনি কি জানেন, কদরের রাত কি?

৩. কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

৪. এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ তাদের প্রতিপালকের প্রতিটি কাজের নির্দেশ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ, করেন।

৫. সে রাতের শান্তি ভোরের আলো উদয় হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

৩.৯.৩ নামকরণ

'লাইলাতুল ক্বদর'- অর্থ মহিমান্বিত বা মর্যাদার রাত। যেহেতু এ মহান রাতে কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'কদর' হিসেবে।

৩.৯.৪ শানে নুযূল

আগের যুগের নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মতগণ অনেক বছর বেঁচে থাকতেন। ফলে তাঁরা অনেক দিন আল্লাহর ইবাদত করার সুযোগ পেতেন। অনেকের ধারণা ছিল মহানবী ও তাঁর উম্মতগণ অল্প আয়ুর দরুন আগেকার উম্মতগণের ইবাদতের সমান হওয়া সম্ভব নয়। তাই সাহাবীগণ এ ব্যাপারে নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন যে, তা হলে কি আমরা আগেরকার পুণ্যবান লোকদের সমান ইবাদত করতে পারবো না। এ সময় সুসংবাদ নিয়ে এ সূরাটি নাযিল হয়।

৩.৯.৫ বিষয়বস্তু

এ সূরায় কুরআন মাজীদ নাযিলের কথা এবং যে রাতে কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে, সে রাতের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-তিনি কুরআন শবে কদরে নাযিল করেছেন। আর শবে কদরের মর্যাদা এক হাজার মাসের চেয়ে বেশি। এ রাতে জিব্রাঈল (আ:) অন্য ফেরেশতাগণসহ আল্লাহর হুকুম ও শান্তির বাণী নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত থাকেন।

৩.৯.৬ লাইলাতুল ক্বদর

কদরের এক অর্থ : মাহাত্মও সম্মান। কদরের আরেক অর্থ- তাকদীর। আর লাইলাতুল কদর অর্থ: মর্যাদার রাত। এ রাতটি রমযান মাসের শেষ দশ দিনের যে কোন বেজোড় অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখ রাতে হয়ে থাকে। এ রাতে কুরআন মাজীদ লাওহে মাহ্ফুজ থেকে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নাযিল হয়।

৩.৯.৭ সূরার শিক্ষা

এ সূরা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়-

১. আল্লাহর বাণী আল-কুরআন ক্বদরের রাতে নাযিল হয়েছে।

২. কুরআন নাযিলের রাত অর্থাৎ লাইলাতুল কদর বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

৩. লাইলাতুল ক্বদরের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৯

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন।

(ক) লাইলাতুল কদরে কুরআন নাযিল হয়েছে।
(খ) লাইলাতুল কদর অর্থ-ভাগ্য রজনী।
(গ) সূরা কদর মদীনায় নাযিল হয়েছে।
(ঘ) লাওহে মাহফুজ থেকে কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে।
(ঙ) কদর অর্থ- সম্মান।
(চ) রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর সংঘটিত হয়।

২. সঠিক শব্দের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. কদর শব্দের অর্থ কি?
(ক) মর্যাদা (খ) ভাগ্য (গ) মহিমা (ঘ) সব কয়টি।

২. সূরা আল কদর অবতরণের স্থান কোনটি?
(ক) মক্কা (খ) মদীনা (গ) মিনা (ঘ) আরাফাত।

৩. কদরের রাতের মর্যাদা কত সময়ের চেয়ে উত্তম?
(ক) হাজার বছরের চেয়ে উত্তম।
(খ) হাজার দিনের চেয়ে উত্তম।
(গ) হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।
(ঘ) হাজার ঘণ্টার চেয়ে উত্তম।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. এ সূরার শানে-নুযূল লিখুন।
২. সূরা আল-কদরের অনুবাদ লিখুন।
৩. লাইলাতুন কদর কি?
৪. সূরা আল-কদরের শিক্ষা আলোচনা করুন।

পাঠ ১০ সূরা আল-যিল্‌যাল سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

[মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত সংখ্যা : ৮]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- এ সূরার প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- এ সূরার নামকরণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ সূরার শিক্ষা আলোচনা করতে পারবেন।
- এ সূরার শানে-নুযূল বলতে পারবেন।
- এ সূরাটির অনুবাদ করতে পারবেন।

৩.১০.১ শব্দের অর্থ

আরবি	উচ্চারণ	শব্দার্থ
اِذَا	(ইযা)	যখন
زُلْزِلَتِ	(যুলযিলাত)	প্রকম্পিত হবে।
اَلْاَرْضُ	(আল-আরদ)	পৃথিবী।
اَخْرَجَتْ	(আখরাজাত)	বের করে দেবে।
اَثْقَالَ	(আছক্বালা)	ভারী বোঝা।
هَا	(হা)	তার।
قَالَ	(ক্বলা)	বলবে।
مَالَهَا	(মালাহা)	তার কি হয়েছে?
يَوْمَئِذٍ	(ইয়াও মাইযিন)	সেদিন।
تُحَدِّثُ	(তুহাদ্দিছু)	কথা বলবে।
اَخْبَارَهَا	(আখবারুন)	সংবাদসমূহ।
اَوْحٰى	(আওহা)	প্রত্যাদেশ দিয়েছে।
يَصْدُرُ	(ইয়াছদুরু)	প্রকাশ পাবে।
اَشْتَاتًا	(আশতাতান)	দলে দলে, পৃথকভাবে।
اَعْمَالَهُمْ	(আ'মালাহুম)	তাদের কর্মকান্ড।
مَنْ	(মান)	যে ব্যক্তি।
يَعْمَلُ	(ইয়ামালু)	কাজ করবে।
مِثْقَالَ	(মিছকলা)	পরিমাণ।
ذَرَّةٍ	(যাররাতিন)	অনু, পিপীলিকা থেকেও ক্ষুদ্র।
خَيْرًا	(খায়রুন)	উত্তম।
شَرًّا	(শাররুন)	মন্দ, পাপ।
يَرَهُ	(ইয়ারাহু)	তা প্রত্যক্ষ করবে।

৩.১০.২ অনুবাদ

দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

১. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে।

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②

২. এবং যমীন তার অভ্যন্তরীণ বোঝাসমূহ বের করে দিবে

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③

৩. এবং মানুষ বলে উঠবে, এর (পৃথিবীর) কি হয়েছে?

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④

৪. সেদিন পৃথিবী আপন সংবাদ বর্ণনা করবে।

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤

৫. কারণ, আপনার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ⑥

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে। যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ⑦

৭. অনন্তর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা দেখবে

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ⑧

৮. এবং যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎকর্ম করবে তাও সে দেখবে।

৩.১০.৩ নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত ''যিল্যাল'' শব্দ অবলম্বনে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

৩.১০.৪ সূরার মূলকথা

মহাপ্রলয় ও পরকালীন জীবনের চিত্র তুলে ধরাই এ সূরার মূল বক্তব্য। এই পৃথিবী ও এর ব্যবস্থাপনা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় জীবনের জন্য মানুষকে হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য উঠানো হবে। হাশরের মাঠে মানুষের যাবতীয় ছোট বড় সকল প্রকার আমল তার সামনে উপস্থিত করা হবে। সে তার আমল দেখা মাত্র হত-বিহ্বল হয়ে পড়বে। ভূ-পৃষ্ঠের সকল মানুষ দলে দলে তাদের কবর থেকে বের হবে এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। তাদের প্রত্যেকের আমল ও প্রতিফল দেখান হবে। একটিও বাদ পড়বে না। অণু পরিমাণ ভাল অথবা মন্দ কাজ, যাই করুন না কেন, সব কিছুরই প্রতিফল দেওয়া হবে।

৩.১০.৫ সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে না মদীনায় নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩.১০.৬ শানে নুযূল

এই সূরায় মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের কৃতকর্মের চিত্র কি হবে সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। দুই ব্যক্তি সম্পর্কে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এক ব্যক্তি এমন ছিল যে, তার নিকট কোন ভিক্ষুক কিছু প্রার্থনা করলে সে কোন কিছু দান করতে সন্দেহ করত। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোট গুনাহ হতে বিরত থাকতো না। সে বলতো দোযখ কবীরা গুনাহর প্রতিফল। তাদের এ ভুল ধারণা পরিহার করার জন্য এ সূরাটি নাযিল হয়। এখানে বলা হয় মানুষ যত ছোট কাজ বা আমলই করুক না কেন সে তার প্রতিফল ও প্রতিদান পাবেই।

৩.১০.৭ এ সূরার শিক্ষা

এ সূরা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় -

১. জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম শরীআত মোতাবেক হওয়া উচিত।
২. দৈহিক বল, জনবল, অর্থবল কোন কিছুই আখিরাতে উপকারে আসবে না।
৩. হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আমলনামা দেখবে।
৪. অতি ক্ষুদ্র নেক কাজকে ক্ষুদ্র মনে করে পরিহার করা উচিত নয়।
৫. কোন ছোট গুনাহকে তুচ্ছ মনে করে তাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

এ সূরার শিক্ষাগুলো আমরা গ্রহণ করে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলবো।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১০

নৈর্ব্যাক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. সঠিক উত্তরের নিচে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) الارض শব্দের অর্থ-

১. আকাশ ২. পানি ৩. পৃথিবী ৪. বিশ্বজগৎ।

(খ) সূরা যিল্যাল অবতীর্ণ হয়েছে-

১ মক্কায় ২. মদীনায় ৩. তায়েফে ৪. কুফায়

(গ) সূরা যিল্যালের আয়াত সংখ্যা-

১. ৮টি ২. ৭টি ৩. ৯টি ৪. ১০টি

(ঘ) এ সূরার মূল বক্তব্য হচ্ছে-

১. মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া ২. মৃত্যুর পর আবার জীবিত না হওয়া
৩. পুনরায় জীবিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ৪. কোনটাই না

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

(ক) এ সূরার মূল বক্তব্য কী? (৩.১০.৪)
(খ) এ সূরার শানে-নুযূল লিখুন। (৩.১০.৬)
(গ) এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়কাল কোনটি? (৩.১০.৫)
(ঘ) এ সূরার শিক্ষা কী? (৩.১০.৭)

পাঠ ১১ সূরা ইখলাস سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

[মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত : ৪]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- আরবরা কেমন করে অপরের পরিচয় জানতে চাইত, তা বলতে পারবেন।
- এ সূরার প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- এ সূরার অনুবাদ করতে পারবেন।
- এ সূরার শানে-নুযূল বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ সূরার গুরুত্ব বলতে পারবেন।

৩.১১.১ শব্দের অর্থ

আরবি	বঙ্গানুবাদ	শব্দার্থ
قُلْ	(কুল)	আপনি বলুন।
هُوَ	(হুয়া)	তিনি।
اَحَدٌ	(আহাদুন)	অদ্বিতীয়, একক।
اَلصَّمَدُ	(আছছামাদু)	অভাবমুক্ত।
لَمْ يَلِدْ	(লাম ইয়ালিদ)	তিনি জন্ম দেননি।
وَ لَمْ يُوْلَدْ	(ওয়া লাম ইয়ুলাদ)	তিনি জন্ম নেননি।
وَ لَمْ يَكُنْ	(ওয়া লাম ইয়াকুন)	কেউ হয় নাই।
كُفُوًا	(কুফুওয়ান)	সমকক্ষ।
اَحَدٌ	(আহাদুন)	কেউ।

৩.১১.২ অনুবাদ

দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. (হে নবী)! আপনি বলুন, আল্লাহ একক অদ্বিতীয়।

২. আল্লাহ অভাবমুক্ত

৩. তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি।

৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আরবী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

৩.১১.৩ শানে-নুযূল

আরবরা যখন কোন অপরিচিত লোকের সাথে পরিচিত হতে চাইত তখন তারা তার বংশ তালিকা জানতে চাইত। কেননা কারও পরিচয় লাভ করার জন্য তার বংশ তালিকা ও গোত্র জানাই ছিল তাদের রীতি। তাই তারা সেই হিসেবে আল্লাহ তাআলার বংশ পরিচয় জানতে চাইত। তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

৩.১১.৪ গুরুত্ব

মহানবী (স:) সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা কুরআন মাজীদে ইসলামের তিনটি মৌলিক আকীদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে- তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ সূরায় তাওহীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেহেতু এটিকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩.১১.৫ এ সূরাকে সূরাতুল ইখলাস বলার কারণ

মহানবী (স:) আরববাসীকে তাওহীদে বিশ্বাস করার আহ্বান জানালেন। তারা আল্লাহর পরিচয় জানতে চেয়েছিল। তারা ধারণা করেছিল মহানবী এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এ জটিল প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় চমৎকার ভাবে দিলেন, যা সত্যই অতুলনীয়। তাদের প্রশ্নের জবাবে এ সূরা নাযিল হয়। এ সূরায় এক আল্লাহর নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এটিকে সুরাতুল ইখলাস বলা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১১

নৈর্বাক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) সূরা ইখলাছে আয়াত সংখ্যা ..... টি।
(খ) সূরা ইখলাছ নাযিল হয় ..... জায়গায়।
(গ) মহানবী (স:) আরববাসীকে আহ্বান করলেন ..... বিশ্বাস করার জন্য।
(ঘ) সূরা ইখলাসে ..... পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

২. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

(ক) সূরা ইখলাসের শানে-নুযূল কী? (৩.১১.৩)
(খ) এ সূরার গুরুত্ব লিখুন। (৩.১১.৪)
(গ) এ সূরাকে সূরা ইখলাছ বলার কারণ কী? (৩.১১.৫)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ৩

বিশদ উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শরীআত কাকে বলে? ইসলামী শরীআতের বিষয়বস্তু ও পরিধি এবং মানব জীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৩.১.১, ৩.১.২, ৩.১.৩, ৩.১.৪)
২. শরীআত কী? শরীআতের উৎস কী কী? বিস্তারিত বিবরণ দিন। (উত্তর সংকেত ৩.১.১, ৩.১.৫ - ৩.১.৯)
৩. কুরআন মাজীদের পরিচয় দিন এবং এর আলোচ্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৩.২.১ - ৩.২.৩)
৪. কুরআন মাজীদ কী? আল-কুরআনের কতিপয় নাম তাৎপর্যসহ উল্লেখ করুন।
৫. আল-কুরআনের অবতরণ সম্পর্কে বিবরণ দিন। (উত্তর সংকেত ৩.৩.১)
৬. কুরআন মাজীদ সংরক্ষণের ইতিহাস লিখুন। (উত্তর সংকেত ৩.৪.১, ৩.৪.৫)
৭. সূরা ফাতিহার অনুবাদ করুন। (উত্তর সংকেত ৩.৫.২)
৮. সূরা আদ্-দোহার অনুবাদ লিখুন। (উত্তর সংকেত ৩.৬.২)
৯. সূরা আদ্ দোহার শানে-নুযূল, মূলকথা ও শিক্ষা লিখুন। (উত্তর সংকেত ৩.৬.৩ - ৩.৬.৪)
১০. সূরা আল-ইনশিরাহ-এর অনুবাদ করুন। (উত্তর সংকেত ৩.৭.২)
১১. সূরা আল-ইনশিরাহ-এর শানে-নুযূল বিষয়বস্তু ও শিক্ষা লিখুন। (উত্তর সংকেত ৩.৭.৩ - ৩.৭.৫)
১২. সূরা আত্-তীন-এর অনুবাদ করুন।
১৩. সূরা আল-কদর-এর অনুবাদ করুন এবং এর শিক্ষা লিখুন। (উত্তর সংকেত ৩.৯.২ ও ৩.৯.৭)
১৪. সূরা আল-যিল্যাল-এর অনুবাদ করুন এবং এর শিক্ষা লিখুন।
১৫. সূরা আল-ইখলাস-এর অনুবাদ করুন এবং এর শানে-নুযুল ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (উত্তর সংকেত ৩.১১.২ – ৩.১১.৫)